Patna university

Department of Bengali

Subject Bengali

M.A ,Sem- II, CC- 05

Topic- Drama of 19th century

দীনবন্ধু মিত্র ও তার নীলদর্পণ নাটক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো ।

মধুসূদনের নাট্য ধারাকে সার্থক পথে পরিচালিত করেন দীনবন্ধু মিত্র । জন্ম নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ।ছোটবেলায় তিনি গন্ধর্ব নারায়ণ নামে পরিচিত ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল কালাচাঁদ মিত্র। বরাবর তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র । তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা এবং পরে ডাক বিভাগে পোষ্ট মাস্টারের কাজ করেন । ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার মধ্যে দিয়ে তার সাহিত্য জগতে প্রবেশ ঘটে। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালি। সদালাপী এই মানুষটি মাত্র ৪৩ বছর বয়সে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে পহেলা নভেম্বর মারা যান।

নাটক বিচারে দীনবন্ধু নাটকগুলোকে মূলত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়–

সামাজিক নাটক– নীলদর্পণ১৮৬০।

রোমান্টিক কমেডি নাটক– নবীন তপস্বিনী ১৮৬৩ , লীলাবতী ১৮৬৭, কমলে কামিনী১৮৭৩

কমেডি নাটক– বিয়ে পাগল বুড়ো ১৮৬৬, সধবার একাদশী ১৮৬৬, জামাই বারিক ১৮৭২।

সমস্ত নাটক গুলির মধ্যে তার নীলদর্পণ নাটকটি সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে বিবেচিত।তৎকালীন সময়ে নীলকররা বাংলার কৃষকদের বলপ্রয়োগ করে নীল চাষ করাতো । নীল চাষে চাষীদের কোন লাভ হতো না , লাভ হতো ইংরেজদের তাই চাষিরা নীল চাষ করতে চাইত না। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে চাষিরা সমবেতভাবে আন্দোলন শুরু করে চাষীদের পক্ষ নিয়ে প্রচণ্ড সাহসের পরিচয় দিয়ে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ–নিবন্ধ লিখতে থাকেন হিন্দু প্যাট্রিয়ট এর সম্পাদক হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমৃতবাজার পত্রিকার মতিলাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ আন্দোলন শুরু হয়ে যায় ঠিক এমন সময় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও কৃষকদের আন্দোলন নিয়ে প্রকাশিত হয় “নীলদর্পণ”। নাটকটি মধুসুদনকে দিয়ে নীলদর্পণ অনুবাদ প্রকাশ করলেন । ইংরেজি অনুবাদ ছড়িয়ে পড়লে ইংরেজ দের অস্থিরতা বাড়তে থাকে। মধুসূদনের জরিমানা হয় জরিমানার টাকা দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। এদিকে নীলদর্পণ এর ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছালে। মানুষেরা এই লজ্জাজনক কথা জানতে পারে এবং ইন্ডিগো কমিশন চাষীদের উপর অত্যাচার কমতে শুরু করে। এই সময় জার্মানিতে রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল তৈরি হতে শুরু করে নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায় বাংলা চাষিরা রক্ষা পায় । সুতরাং নীলচাষ বন্ধ করতে এবং নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করতে নীলদর্পণ নাটক যে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে তার তুলনা মেলা ভার।

নাটকটি সামাজিক কারণে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও শিল্প হিসাবে ত্রুটি সহজে চোখে পড়ে। গোলক চন্দ্র বসুর পরিবারের ট্রাজেডি নাটকের বিষয়বস্তু কিন্তু নাটকে মৃত্যুর মিছিল চলায় একমুখী হতে পারেনি। সাধুচরণ ,ক্ষেত্রমনি, তরাপ, রেবতী চরিত্র এবং তাদের সংলাপ স্বাভাবিক হলেও ভদ্র চরিত্র অঙ্কনে দীনবন্ধু মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে পারেননি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন তিনি বন্ধুর এই দুটি গুণ ছিল "প্রথমত তার সামাজিক অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয়তঃ তার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি তাহার কাব্যের গুন দোষের কারণ । .....যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হয়েছে সেখানে তার কবিত্ব নিষ্ফল হয়েছে। অভিজ্ঞতা আর সহানুভূতি সমন্বয় যেখানে হয়নি সেখানে তার নাটক ব্যর্থ হয়েছে"।

দীনবন্ধুর যাবতীয় নাট্য খ্যাতি নীলদর্পণ নাটকের জন্য। ছদ্মনামে ঢাকা থেকে দীনবন্ধু নাটকটি প্রকাশ করেন। সরপুর গ্রামের অধিবাসী গোলক চন্দ্র বসু ও তাঁর বড় ছেলে নবীন মাধব গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের রক্ষা করতে নীলকর সাহেবদের বিরাগভাজন হয়েছেন। নবীন মাধব এর ছোট ভাই বিন্দু মাধব কলকাতায় থাকে এবং সেখানকার কলেজে পড়ে। নবীন মাধব স্ত্রী সৈরিন্ধি , বিন্দু মাধবের স্ত্রী সরলতা , গোলক বসু স্ত্রী সাবিত্রী হলেন গৃহকর্তী। নীলকর সাহেবদের নির্দেশমতো গতবছর 50 বিঘা জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু প্রাপ্য টাকা পাননি । আবা এবার এবছরও নীলকর সাহেবরা তাকে 60 বিঘা জমিতে নীল চাষ করার হুকুম দিয়েছেন। দুই ভাই সাধুচরণ ও রাইচরণ গোলক বসুর প্রতিবেশী। সাধু চরণ এর অন্তসত্ত্বা কন্যা ক্ষেত্রমনি পিত্রালয়ে আছে। নীলকুঠির ছোট সাহেবের আমিন পদোন্নতির জন্য ক্ষেত্রমনিকে ছোট সাহেবের কাছে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করতে থাকলো। সে পদিময়রানী কে এ কাজের জন্য সাধুচরনের বাড়ি পাঠালো। পদি সাধু স্ত্রী রেবতীকে প্রলোভন দেখিয়ে কাজ হলো না দেখে ভয় দেখাতে শুরু করলো। এদিকে গোলক বসুর উপর মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে ফৌজদারি মামলা করছে নীলকরেরা। ছোট সাহেব রোগ সাহেবের অনুচরেরা ক্ষেত্রমনী কে পুকুর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। সাহেব তার পেটে লাথি মেরেছে। নবীন মাধব ও মুসলমান প্রজা তোরা প সাহেবের কুটি থেকে উদ্ধার করে আনলেও ক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখে পতিত হলো । এদিকে গোলক চন্দ্র বসুর উপর মিথ্যা অভিযোগ মামলায় জেল হল। জেলের মধ্যে আত্মহত্যা করলেন গোলক বসু। নীল চাষ না করার জন্য সাহেবের অনুচরদের আঘাতে মারা যায় নবীন মাধব। সাবিত্রী পাগল হয়ে যায়। পাগল অবস্থায় সে সরলতা কে হত্যা করে । পরে সাবিত্রী মারা যায় । "নীলদর্পণ" একটি সমাজের বিপর্যয়ের আখ্যান। ব্যক্তির ট্রাজেডি অপেক্ষা এখানে গোষ্ঠীর ট্রাজিডি নাটকের প্রাধান্য লাভ করেছে। কাহিনী অখন্ড তা রক্ষা করতে না পারায় ঘটনা অবিচ্ছেদ্য থাকেনি। তাই নাটকের অখন্ড তা হারিয়ে অনেকাংশ নীলদর্পণ নাট্যাচিত্র হয়ে উঠেছে।

নীলদর্পণ 1860 খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ৭ই সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি সাহেব এবং এক জমিদারের চরিত্রে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নাটকটি অভিনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষদের মনে নীলকরদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার সঞ্চারহয়। তৎকালীন বঙ্গসমাজ শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন – "কোন গ্রন্থ বিশেষ যে সমাজকে এত দূর কম্পিত করতে পারে তা আগে আমরা জানতাম না। বাসাতে বাসাতে " ময়রানী লো সেই নীল গেজেছে কই ? ইত্যাদির দৃশ্য অভিনয় চলিল"। ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে নীলদর্পণ অভিনীত হলো। তারক নাথ ঘোষের কামারপুকুর বাড়িতে বসে মধুসূদন একরাতে নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে ফেললেন। নাটকের ভূমিকা নীলকর সাহেবদের উদ্দেশ্যে বলেছেন – " এক্ষণে তাহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্বক তাহাদের ললাটে স্বার্থপরতার কলঙ্ক তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরবর্তী শ্বেত চন্দন ধারণ করুন, তাহলে আমার পরিশ্রম সাফল্য, নিরাশ্রয় মঙ্গল এবং বিলেতে মুখ রক্ষা" । এটি একটি সম্পূর্ণ পঞ্চাংক নাটক। নীলকর সাহেবের অত্যাচার এবং তাদের বিবেকবোধ জাগ্রত করা নাটকের উদ্দেশ্য। স্বরপুর গ্রামের বসু এবং ঘোষ পরিবার নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এখানে আছে। প্রথম অংকের ঘোষ এর নীলকর সাহেবদের ভয়ঙ্কর প্রদর্শিত হয়েছে। চাষী রাইচরণ এর মনে হয়েছে জমিতে নীল চাষ তার বুকে শেল বিধেছে। সে প্রতিবাদ করেছে। ক্ষিপ্ত হয়ে সাহেবের অনুচর তৃষ্ণার জল পর্যন্ত তাকে না দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলে গেছে। চরম দূর্দশার শিকার হয়েছে সাধুচরণ ,নবীন মাধব। নীলকর নবীন মাধবের পিতার নামে

মিথ্যা মামলা দিয়েছে। রোগ সাহেব পদময়রানি কে দিয়ে সাধুচরণ গর্ভবতী কন্যা ক্ষেত্রমনি কে ধরে এনেছে। তোরা প রক্ষা করেছে তার সতীত্ব । অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চতুর্থ অঙ্কে গোলক বসু আত্ম হত্যা করেছেন । তার শ্রাদ্ধের দিনে পুকুর পাড়ে নীলকর সাহেবরা নীল বুনতে এলে বাধা দিতে গিয়ে ভীষণ জখম হন। সাবিত্রী পাগল হয়ে গিয়ে সরলাকে গলাটিপে হত্যা করে অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফেরার পর তিনি মারা যান । মারা যায় ক্ষেত্রমনিও, নীলকর সঙ্গে সংঘাতে নবীন মাধবের প্রাণ গেছে। তবে নবীন মাধবের সাহসের কথা আমরা কখনো ভুলতে পারিনা। সাহেব নবীন মাধব কে বলেছেন " যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল চাষ না করো তবে তোমার বাড়ি উঠাইয়ে বেত্রবতী জলে ফেলে দেওয়া হবে এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব । সঙ্গে সঙ্গে নবীন মাধব জানিয়েছে –" আমার গত বছরে ৫০ বিঘা নিলের দাম চুকাইয়া না দিলে এবছর নীল চাষ করিব না এতে প্রাণ পর্যন্ত পন , বাড়ি কি ছাড়"। "নবান্ন", "জবানবন্দিতে" "ছেরাতারে" নাটক গুলিতে যে গণচেতনা যে প্রতিবাদী ভাষা দেখেছি তার প্রাকরূপ আমরা খুঁজে পেয়েছি দীনবন্ধু নীলদর্পণ নাটকে। সেইগণ–আন্দোলনের বিষয় স্থান পেয়েছে তখন "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকা। নীলদর্পণ ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশময় আলোড়নের ঝড় বয়ে গিয়েছিল।